গবেষক

দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়

লোকটা অনেকক্ষণ থেকে রাস্তায় ঘুরছে -- এখন ক্লাবের পাশে যে বটগাছটা আছে তার ছায়ায় বসে আছে -- চোখ পিট্‌পিট্‌ করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে -- লোকটা কী জঙ্গী -- কিংবা ডাকাতদলের ইনফরমারও হতে পারে -- তবে লোকটা বিশেষ সুবিধের নয় বলেই মনে হচ্ছে -- এই ভর দুপুরে শুনশান পাড়ায় সে এভাবে বসে আছে কেন -- পুলিশে খবর দিলে কেমন হয় -- আশেপাশের বাড়ির কাউকে ডাকলে কেমন হয় -- অনেক ভেবেচিন্তে সুজয় ঠিক করল সে নিজেই লোকটার সঙ্গে আলাপ করবে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

সুজয় বটগাছের নিচে গিয়ে বসল এবং একটা সিগারেট ধরাল -- লোকটা ঠিক তার দু'হাত দূরে বসে আছে। সুজয় সিগারেটের ধোঁয়াটা ইচ্ছে করেই ওর দিকে ছুঁড়ে দিল -- ধোঁয়ার কুন্ডলী লোকটার চোখে মুখে ধাক্কা খেয়ে মাথার উপর দিকে উঠে গেল। লোকটা ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকাল কিন্তু কিছু বলল না -- সুজয় মনে মনে ভাবলো, লোকটা কিছু যখন বলল না তখন ওর নিশ্চয়ই কোনও কুমতলব আছে -- আবার এটাও ভাবলো, চেহারা এবং পোশাকআশাকে লোকটাকে ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে -- লোকটা যেই হোক না কেন সুজয় এবার তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল -- "আপনার বাড়ি কোথায়? এখানে কি করছেন?"

লোকটি শান্ত গলায় বলল -- "আমার বাড়ি দমদমের কাছে, আমি এ পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, এটা আমার একটা নেশা বলতে পারেন। তা আপনি কোথায় থাকেন ভাই?"

সুজয়ের মনে হল লোকটি যেন সত্যি কথা বলছে না-- কেননা এই কড়া রোদে ঘুরে বেড়ানোটা কারও নেশা হতে পারে না। সুতরাং সে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল -- " তোকে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরঘুর করতে দেখছি, ব্যাপারটা কি রে....?"

লোকটি কিন্তু সুজয়ের কথায় হো হো করে হেসে উঠল এবং বলল -- "আপনি ঠিক বলেছেন, আমি অনেকক্ষণ এপাড়ায় ঘুরছি, অনেকের সঙ্গেই অযাচিতভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছি -- আমার কথাবার্তাও যথেষ্ট মার্জিত, তবুও এ পাড়ার লোকেরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি -- এড়িয়ে গেছেন, এবং আপনিও আলাপ করতে এলেন সন্দেহবাতিক মন নিয়ে -- কিন্তু আমাকে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই।"

নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে সুজয়ের সাহস আরও বেড়ে গেল, সে ডান হাত দিয়ে লোকটার গালে সজোরে এক চড় কষাল এবং চিৎকার করে বলল -- "এখানে এখনও বসে আছিস কেনরে....?"

চিৎকার চেঁচামেচিতে আশেপাশের বাড়ি থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এল এবং একটা জটলা তৈরী হল। পাড়ার সব লোকই সুজয়কে সমর্থন করল এবং লোকটাকে নানারকম জেরা করতে শু করল। লোকটি বিনীতভাবে বলল -- "আপন

ারা অহেতুক সন্দেহ করছেন এবং অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করছেন। আমি একজন গবেষক -- সভ্য মানুষের আচারব্যবহার এবং মূল্যবোধ বিষয়ে গবেষণা করি।" একথা শোনার পর সুজয় এবং আরও কয়েকজন বলল -- "আপনি গবেষক তা আগে বলেন নি কেন?";

তখন সেই গবেষক লোকটি বলল -- "আগে সেকথা বললে এই ব্যবহার পেতাম না -- সভ্য সমাজে জন্তু জানোয়ারের সংখ্যা কত তাও জানা যেত না -- আমার গবেষণায় ভুল থেকে যেতো।"

এরপর সে পাড়া ছেড়ে বাস রাস্তার দিকে হাঁটতে শু করল। সুজয় এবং অন্যান্য লোকগুলি বোকাবোকা চোখে সেদিকেই তাকিয়ে আছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com